১৬০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নগর চিত্র

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ অবস্থা অত্যন্ত নাজুক

॥ হকিকত জাহান হকি ॥

সমাজসেবী মিসেস সাহানা আজিজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ 'চয়নিকা বিদ্যাপীঠ'টির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিদ্যালয়টির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। পল্টন এবং পল্টনের পার্শ্ববর্তী এলাকার বস্তিতে অবস্থানরত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে '৭৮-এর ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠা করা হয় বিদ্যালয়টি। পরবর্তীতে সেবার মনোভাব নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কর্মকাণ্ডে যোগ দেন এলাকার কতিপয় ব্যক্তি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান 'অন্বেষা'র মাধ্যমে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে ৭৯'র ১লা অক্টোবর থেকে। স্কুলটি সরকারের সমাজ-কল্যাণ বিভাগ থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে ৮২'র ৫ই জুলাই। রেজি নং ঢ-১১৪৬।

নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এলাকার দুস্থ ছেলেমেয়ে। রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়িচালক, কুলি, মুটে মজুরসহ দারোয়ান এবং গৃহ পরিচারিকাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েই মূলত এখানে লেখাপড়া শিখছে। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি এছাড়া প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে ৫টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হয়। রোজার মাসে খোলা রাখা হয় সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১ পর্যন্ত। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ক্লাসের সময় ছাড়া বাকি সময়ে নানা ধরনের কাজ করে থাকে জীবিকার জন্যে। কেউ কাগজ কুড়ায়, হোটেলে পানি সরবরাহ করে, অথবা জীর্ণশীর্ণ বাবার মালবাহী ঠেলাগাড়ির পেছনে ঠেলছে। কেউ কেউ বাদাম চকলেট, আচার বিক্রি করছে পথে পথে। আবার কেউ কেউ রিকশা, ঠেলাগাড়ি, সাইকেল মেরামতের কাজে সহায়তা করছে বাবা অথবা ভাইকে। ওরা নেমেছে জীবন যুদ্ধে।

চয়নিকা বিদ্যাপীঠে বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ৯৬। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে প্রতিবছর স্কুল থেকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বিষয়ে শতকরা ৬০ নম্বর প্রাপ্তদের পূর্ণ বৃত্তি এবং ৪৫ নম্বর প্রাপ্তদের ৫০% বৃত্তি সুবিধা দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছে চারজন শিক্ষক। জীবিকার জন্য শিক্ষকগণ ভিন্ন পেশার ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠাতা সাহানা আজিজ স্কুলটির প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সাহানা আজিজের বড় ছেলে এ, কে আল মামুন শিক্ষকতা ছাড়াও স্কুলটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছে।

লেখাপড়ায় উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে বই, খাতা, পেন্সিলসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ এ,এস,এম এনায়েতুল্লাহ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি চিকিৎসা দিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে।

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অর্থের অভাবে অনেকের শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠছে না। এরা অনেকেই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে সামান্য বেতনে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে একটি পাঠাগার। এ পাঠাগারে প্রায় ৩শ' বই আছে। বইগুলো দান করেছেন অন্বেষা সাধারণ সম্পাদক এ, কে আল মামুন।

জানা গেছে ৮৮-র বন্যায় স্কুলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এতে আসবাবপত্র শিক্ষাসামগ্রীসহ- প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। বন্যাকবলিত স্কুলটির ক্ষতিপূরণ করা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

টিনের চালায় নির্মিত স্কুল ঘরটির বর্তমান অবস্থা খুবই করুণ। সামান্য বৃষ্টিতে চালার অগণিত ছিদ্রপথে পানি পড়ে শ্রেণী কক্ষে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হয় বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা ইটের ওপর বসে। ভাঙাচুরা দু'একটি বেঞ্চ রয়েছে এগুলো দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য নিচে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে ইট। ব্লাক বোর্ড নেই, শিক্ষকদের বসার মত রয়েছে দু'একটা নড়বড়ে চেয়ার।

অর্থের অভাবে ঘরটির দরজা, জানালা তৈরি করা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে স্কুল ঘেঁষে উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত খালের ওপর বর্তমানে বক্সকালভার্ট নির্মাণের যে কাজ চলছে তাতে স্কুল ঘরটির উত্তর পার্শ্বের সীমানা কালভার্ট ড্রেনের সাথে একিভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচি থেকে স্কুল ঘরটিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক এ, কে আল মামুন।

২/২ পুরানা পল্টনে অবস্থিত চয়নিকা বিদ্যাপাঠটির উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সময়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের দায়িত্ববান ব্যক্তিগণ স্কুলটি পরিদর্শন করেন। কিন্তু স্কুলটির সামগ্রিক উন্নয়নে আজ পর্যন্ত সরকারি- বেসরকারি পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসেনি। মিসেস সাহানা আজিজ জানান, স্কুলটির উন্নয়নকল্পে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে এলাকার দুস্থ শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মিসেস সাহানা আজিজ হতে চেয়েছিলেন একজন ডাক্তার। তার স্বপ্ন ছিল এলাকার গরিব মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। তাই তিনি বেছে নিয়েছেন অন্ধকারে আলো জ্বালানোর দায়িত্ব। সে লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছেন চয়নিকা বিদ্যাপীঠ।